UN-REDD PROGRAMME

Food and Agriculture Organization of the United Nations | UNDP | UNEP

বন অধিদপ্তর
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা

National Strategy/Action Plan

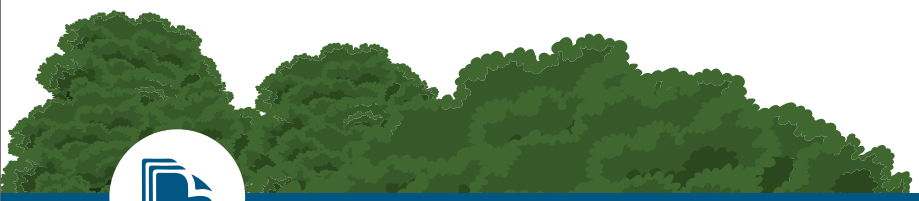

REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা

REDD+ এর আওতায় ফলাফল ভিত্তিক অর্থায়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে (Result based payment) একটি অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে বন উজাড় ও অবক্ষয় রোধের উদ্দেশ্যে REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা। ফলাফল ভিত্তিক অর্থায়নে চারটি উপাদানের (design element) অন্যতম একটি উপাদান হচ্ছে এই জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা। ফলাফল ভিত্তিক অর্থায়নে চারটি উপাদান ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিকভাবে সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হয়েছে (সিদ্ধান্ত ১/CP.১৬, অনুচ্ছেদ ৭১(a); সিদ্ধান্ত ১২/CP.১৭ এবং ১১/CP.১৯)।

REDD+ জাতীয় কৌশল বর্ণনা করে কিভাবে বন উজাড় এবং বন অবক্ষয় রোধের মাধ্যমে গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমবে এবং কিভাবে বনের মজুদ কার্বন (Carbon stock) বাড়বে, বনের কার্বন সংরক্ষিত থাকবে ও বনভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে (পর্যায় ২ ও ৩)। মূলত REDD+ এর জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা হচ্ছে একটি সমন্বিত রুপরেখা যা প্রস্তুতি পর্যায় (পর্যায় ১) হতে শুরু হয়ে অংশীজন ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত একটি বিশ্লেষণাত্মক কৌশলভিত্তিক দলিল যার মাধ্যমে দক্ষ ও কার্যকরভাবে REDD+ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায়।

REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতিতে কোন সুনির্দিষ্ট গঠন অথবা কাঠামো ভিত্তিক বিস্তারিত নির্দেশনা জাতি সমূহের সম্মেলনে (CoP) সিদ্ধান্তে পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র ওয়ারশো ফ্রেমওয়ার্কে REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আলোচনায় এনে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত দেশ ফলাফল ভিত্তিক অর্থায়নের সুবিধা গ্রহণে ইচ্ছুক তাদেরকে, তাদের REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনার দলিল UNFCCC-এর REDD+ ওয়েব প্লাটফর্মে দিতে হবে (সিদ্ধান্ত ১১/CP.১৯)।

তবে সিদ্ধান্ত ১/CP.১৬-এর ৭২ অনুচ্ছেদে প্রতিটি দেশকে তাদের REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে:

- বন উজাড় ও বন অবক্ষয়ের কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ;
- বনভূমির স্বত্ত্ব/মালিকানা সম্পর্কিত বিষয় চিহ্নিতকরণ;
- বনভূমি পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয় চিহ্নিতকরণ;
- জেন্ডার বা লৈঙ্গিক বিষয়টি বিবেচনা করা;
- কানকুন REDD+ সুরক্ষাসমূহ বিবেচনা করা;

চিত্র ১: REDD+ প্রস্তুতির মূল গঠন উপাদান সমূহ

- সকল অংশীজনের পূর্ণ ও কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ বিশেষত: আদিবাসী ও স্থানীয় জনগণকে অন্তর্ভুক্তিকরণ।

এছাড়াও সিদ্ধান্ত, ১/CP.১৬-এর এপেনডিক্স ১ এর অনুচ্ছেদ ১ মোতাবেক REDD+ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যা REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নেও বিবেচনায় আনতে হবে।

বিষয়সমূহ হচ্ছে

- REDD+ কার্যক্রম বায়ুমন্ডলে গ্রীনহাউজ গ্যাসের ঘনত্ব কমিয়ে আনতে ভূমিকা রাখবে;
- দেশীয় উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে (Country driven);
- বনভূমির ব্যাপকভিত্তিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যেমন পরিবেশগত ভারসাম্য বিবেচনায় রাখতে হবে;
- জাতীয় উন্নয়নের সার্বিক পরিস্থিতি, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, অগ্রাধিকার, এবং সক্ষমতা বিবেচনায় আনতে হবে এবং দেশের সার্বভৌমত্বকে গুরুত্ব দিতে হবে;
- REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা, জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল, লক্ষ্য ও প্রয়োজনের সাথে মিল রেখে প্রণয়ন করতে হবে;
- টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্যতা হ্রাসকে বিবেচনায় এনে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করতে হবে;
- প্রয়োজনীয় ও দৃশ্যমান কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় সাথে সাথে সক্ষমতা উন্নয়নের সমন্বয় সাধন করতে হবে;
- কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা হবে ফলাফল ভিত্তিক;
- টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন নিশ্চিত হতে হবে।

একটি মানসম্পন্ন REDD+ জাতীয় কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা, মানসম্পন্ন গঠন প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে। এই গঠন প্রক্রিয়া নিম্নোক্ত বিষয়াদি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে:

- সকল অংশীজনের জন্য REDD+ প্রক্রিয়া হতে হবে বোধগম্য;
- দেশীয় অংশীজন এবং বনভূমির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনে এটি সহায়ক হবে;
- ফলাফল ভিত্তিক অর্থায়ন প্রাপ্তিতে এই কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনাটি দেশের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
- REDD+ কার্যক্রম বাস্তবায়নে এই কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনাটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের (দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক) দৃষ্টি আকর্ষণে সহায়ক হবে;
- REDD+ কার্যক্রমের প্রস্তুতি পর্যায়ে সহায়কের ভূমিকা পালন করবে।

REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

যদিও REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা একটি দেশের সার্বিক পরিস্থিতির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। তবুও কর্ম পরিকল্পনাটি নিম্নোক্ত চিত্র অনুযায়ী তৈরী করা যেতে পারে। জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনার (NS/AP) গঠন প্রক্রিয়া নিম্নে দেয়া হলো:

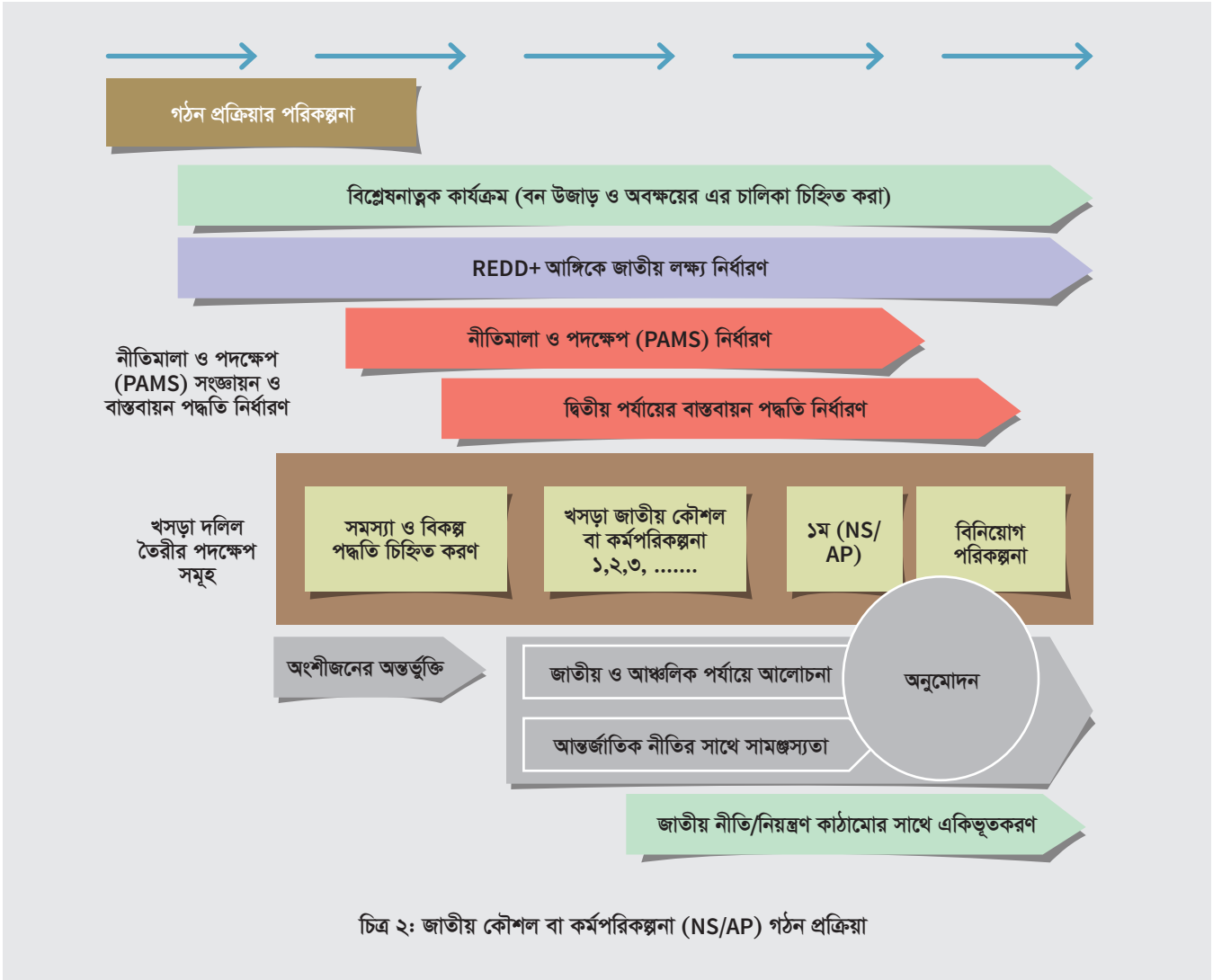

চিত্র ২: জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা (NS/AP) গঠন প্রক্রিয়া

এই গঠন প্রক্রিয়াটির একটি উপাদান অপরটির উপর নির্ভরশীল এবং প্রক্রিয়াটি একটি অপরটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমাগতভাবে অগ্রসর হবে এবং কখনও উপাদানগুলি সমান্তরাল (Parallel) ভাবেও অগ্রসর হতে পারে। REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা নিম্নোক্তভাবে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে পারে:

- REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কিত পরিকল্পনা করা;
- বিশ্লেষণের ভিত্তি স্থাপন করা (Building the amalylical base);
- REDD+ এর লক্ষ্য নির্ধারণ করা;
- REDD+ কার্যক্রমের নীতিমালা ও পদক্ষেপ (Policy and measures, PAMs) সম্ভাব্য সুবিধা/অসুবিধা এবং প্রাধিকার সম্পর্কিত বিষয়াদি বিশ্লেষণ করা;
- বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয় সুনির্দিষ্টকরণ (আর্থিক, আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক);
- সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির খসড়া প্রণয়ন;
- রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও অংশীজনের সমর্থন;
- REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনাটি জাতীয় নীতি ও কাঠামোর আওতায় প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কিত পরিকল্পনা:

এই পর্যায়ে রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে একটি সমন্বিত এবং সুস্পষ্ট রোডম্যাপ প্রস্তুত করতে পারে। অংশীজনের সাথে তথ্য বিনিময় ও আলোচনার মাধ্যমে কৌশল ও পরিকল্পনাটি সমৃদ্ধ ও উন্নত হতে পারে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনার ফলে বিভিন্ন কারিগরি মতামত, কৌশলগত সিদ্ধান্ত, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, এবং খসড়া প্রণয়নে সমন্বয় সাধন ও পর্যায়ক্রম চিহ্নিত করা সহজ হবে। তদুপরি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং পার্টনারদের ভূমিকা ও দায়িত্ব চিহ্নিত করা যাবে। এসব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে কি পরিমাণ অর্থ লাগবে তা নির্ধারণ করা এবং পরামর্শকরণ (Consultation) প্রক্রিয়া (প্লাটফর্ম, কারিগরি ওয়ার্কিং গ্রুপ, বৃহৎ কর্মশালা, যোগাযোগের তালিকা ইত্যাদি) কাঠামো ও ছক প্রণয়ন করা সহজ হবে।

বিশ্লেষণের ভিত্তি স্থাপন করা (Building the Analytical Base):

REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার এটি একটি আবশ্যকীয় ধাপ এবং এই কার্যক্রমটি বার বার করার প্রয়োজন হয়। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে যেমন- বিভিন্ন কারিগরি বিশ্লেষণ, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং পুনঃবিশ্লেষণের মাধ্যমে কারিগরি সক্ষমতা গড়ে উঠে। বিভিন্ন অংশীজন এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টরের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রমাণ ভিত্তিক তথ্য REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে উন্নত তথ্যের জন্য অপেক্ষা না করে প্রাপ্ত ও সহজলভ্য তথ্য ভান্ডারকে অবলম্বন করেই কার্যক্রম শুরু করা উচিত।

তবে আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ভবিষ্যতে বাস্তবভিত্তিক একটি বিশ্লেষণমূলক কাজের রোডম্যাপ প্রণয়ন করা যেতে পারে।

REDD+ এর লক্ষ্য নির্ধারণ:

REDD+ এর সাথে সম্পর্কিত দেশগুলি তাদের ইতোমধ্যেই প্রাপ্ত তথ্য ভান্ডার, স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্য, কৌশল ও পরিকল্পনা এবং তথ্য বিশ্লেষণের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তাদের দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য প্রণয়ন করতে পারে। REDD+ এর লক্ষ্য নির্ধারণে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় আনা যেতে পারে (চিত্র ৩)।

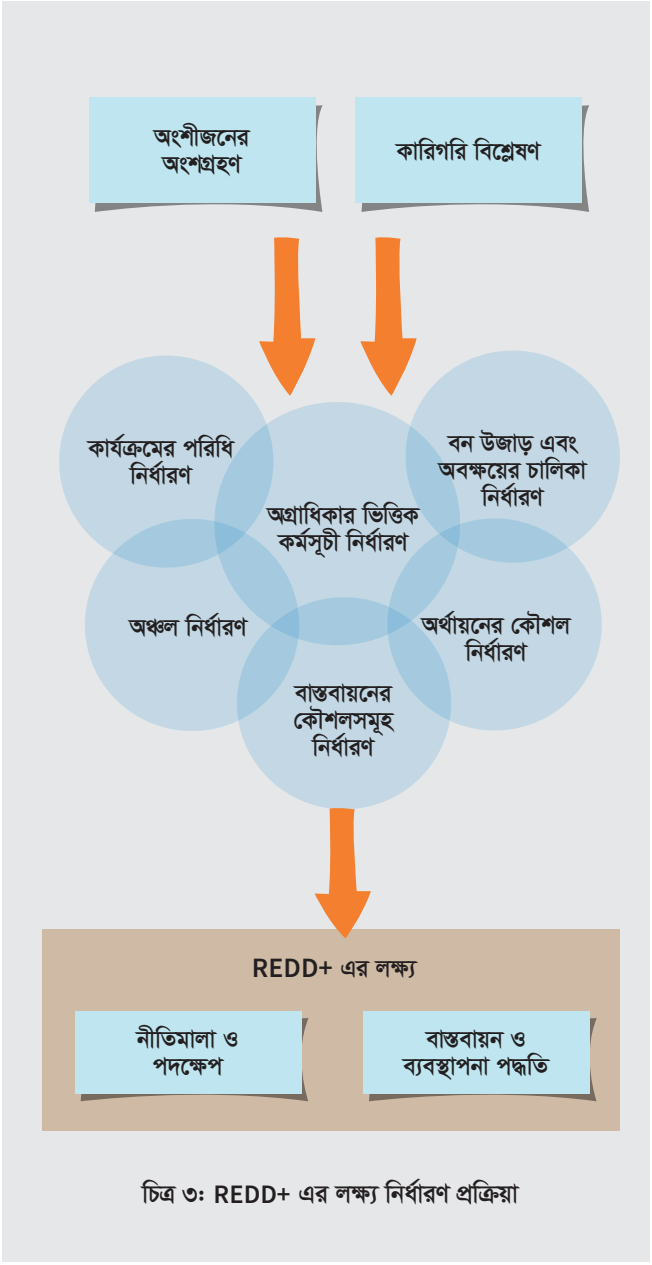

চিত্র ৩: REDD+ এর লক্ষ্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া

চিত্র ৪: REDD+ এর পাঁচটি কার্যক্রম

REDD+এর কার্যক্রমের পরিধি বা আওতা (Scope) নির্ধারণ:

ইতোমধ্যেই REDD+ এর পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে (চিত্র ৪)। REDD+ এর লক্ষ্য প্রণয়নকালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে উক্ত পাঁচটি কার্যক্রমের কোন কোন কার্যক্রম বা কার্যক্রমগুলি সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে REDD+এর সীমানায় আনা হবে। এমনকি একটি দেশ কার্বন বহির্ভূত উপকারিতাকেও REDD+ এ গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনায় আনতে পারে।

REDD+ এর স্কেল বা সীমানা নির্ধারণ:

REDD+ এর স্কেল বা সীমা নির্ধারণের মাধ্যমে একটি দেশ তাদের লক্ষ্যে তার কার্যক্রমের সীমানা বা আওতা নির্ধারণ করতে পারে। REDD+ এর সীমানায় সম্পূর্ণ দেশ অথবা দেশের একটি অঞ্চলও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে বাংলাদেশ তার ভিশনে সমগ্র বাংলাদেশ অথবা এর অংশ-বিশেষে REDD+ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চিহ্নিত করতে পারে।

অগ্রাধিকার নির্ধারণ

REDD+ সম্পর্কিত লক্ষ্য নির্ধারণে একটি দেশ তার অগ্রাধিকার ভিত্তিক কাজ/কর্মসূচী নির্ধারণ করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে বন উজাড় বা অবক্ষয়ের কারণসমূহের মধ্যে পরিধি, সীমানা এবং বনভূমির আইনগত অধিকার, রাজনৈতিক বিবেচনা, কোনটি অগ্রাধিকার পাবে- তা REDD+ এর লক্ষ্য নির্ধারণে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

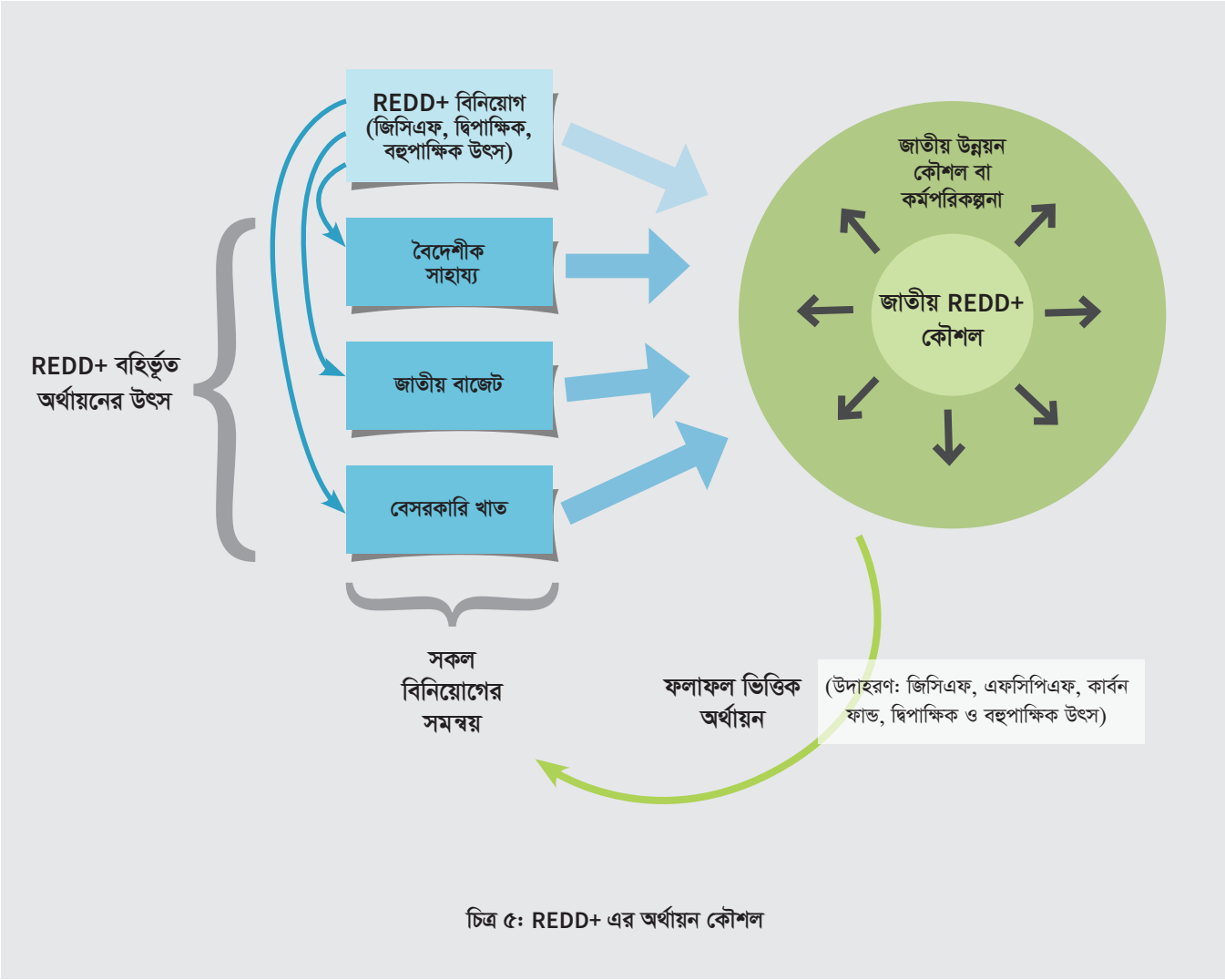

চিত্র ৫: REDD+ এর অর্থায়ন কৌশল

অর্থায়নের কৌশল:

REDD+ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থায়নের প্রয়োজন হবে। REDD+ লক্ষ্য প্রস্তুতকরণে অর্থায়ন সম্পর্কিত যেমন REDD+ কার্যক্রমে অর্থের পরিমাণ, উৎস ও ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়াদি সংযোজন করা যেতে পারে। যেমন বাংলাদেশ REDD+ সম্পর্কিত লক্ষ্য প্রস্তুতকালে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন জাতীয় বাজেট হতে হবে কিনা, যদি হয় তবে অর্থ প্রাপ্তির পরিমাণ, ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাষ্ট ফান্ড অথবা গ্রীণ ক্লাইমেট ফান্ড হতে গ্রহণ করা হবে কিনা সে সম্পর্কিত তথ্যাদি সংযুক্ত করা যেতে পারে। এছাড়া প্রাইভেট সেক্টর বা কার্বন বাজারের এতে কোন ভূমিকা থাকবে কিনা এ সম্পর্কিত দিক নির্দেশনাও থাকতে পারে। অর্থায়নের প্রক্রিয়াটি চিত্র-৫ এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

REDD+ সম্পর্কিত নীতিমালা ও পদক্ষেপ (Policies & Measures, PAMS):

বন উজাড় ও অবক্ষয় রোধের নীতিমালা ও পদক্ষেপ, REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু। নীতিমালা ও পদক্ষেপ কার্যক্রম অবশ্যই দেশের টেকসই উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন তথা দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য এবং সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। নীতিমালা ও পদক্ষেপ বাস্তবায়নে REDD+ লক্ষ্য, বন সৃজন, বন উজাড়, বন অবক্ষয় এবং বনভূমির সাথে অন্যান্য বিষয়গুলি অবশ্যই বিবেচনায় আসবে। তাছাড়াও দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে একীভূত করে অথবা বৃহৎ কোন উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নীতিমালা ও পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। নীতিমালা ও পদক্ষেপ বাস্তবায়নকালে ফলাফল ভিত্তিক অর্থ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যের দিকেও ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও পদক্ষেপ নির্বাচনকালে সরকারি/বেসরকারি, সংশ্লিষ্ট অংশীজন, বনভূমির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনা, পর্যালোচনা ও তথ্য বিনিময়ের প্রয়োজন রয়েছে। তবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে:

- সংশ্লিষ্ট REDD+ কার্যক্রমের প্রশমন ক্ষমতা (জাতীয় অথবা আঞ্চলিক ভিত্তিতে);
- সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষতি ও লাভের সম্ভাব্যতা;
- বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের সক্ষমতা;
- আর্থিক লাভ/ক্ষতি এবং সম্ভাব্য ঝুঁকির মাত্রা;
- দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা;
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস হতে নীতিমালা ও পদক্ষেপ বাস্তবায়নে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা আছে কিনা।

REDD+ বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নির্দিষ্টকরণ (আর্থিক, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক):

REDD+ কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষত দ্বিতীয় পর্যায়ে কার্যকর এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হবে। এই ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত হবে প্রাতিষ্ঠানিক, আইনী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা। এর মাধ্যমে REDD+ এর সার্বিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, সমন্বয়, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন এবং রিপোর্ট প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। REDD+ কার্যক্রমের প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ের চেয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশেষত যখন বন উজাড় বা বন অবক্ষয় কারণগুলো বিবেচনায় আসবে তখন এর প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন হবে। তাছাড়াও নীতিমালা ও পদক্ষেপ (PAMS) বাস্তবায়নে কার্যকর ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় অবশ্যই দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি, সুবিধা/অসুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় আনতে হবে।

REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ:

একটি সফল, স্বার্থক ও প্রগতিশীল REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনায় নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনা উচিত:

জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সুস্পষ্টতা, নেতৃত্ব এবং সমন্বয়:

REDD+ কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পাদিত হবে। এতে বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা থাকবে, থাকবে বিভিন্ন সেক্টরের অংশগ্রহণ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে। বিভিন্ন সূত্র ও উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে এর সমন্বয় সাধন করতে হবে। তাছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে REDD+ কার্যক্রম বাস্তবায়নে লাগবে সুস্পষ্ট ও একক নেতৃত্ব এবং নেতৃত্বের যথাযথ সরকারী ও আইনগত স্বীকৃতি ও অর্থায়নের ক্ষমতা। REDD+ কার্যক্রম বাস্তবায়নের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে এই একক নেতৃত্বের ভূমিকা আরো গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন অংশীজন ও সেক্টরের ভূমিকা:

বিভিন্ন পর্যায়ে (পর্যায় ১, ২ ও ৩) REDD+ কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন অংশীজন ও সেক্টরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত বন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের বাইরেও কৃষি, পরিবেশ, পরিকল্পনা ও অর্থ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ও সেক্টরের ভূমিকা REDD+ কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ সমস্ত বিভিন্নমুখী প্রতিষ্ঠানের মাঝে বোঝাপড়া (Understanding), সহমত সৃষ্টি, সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধনের কাজও এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা এ কাজ সহজতর করবে। এছাড়াও আরো গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার যেমন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বনভূমির সাথে সম্পর্কিত নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, বনভূমির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে এই কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। এ পর্যায়ে কার্যকরী অংশীজনের ভূমিকা নিশ্চিতকরণে একটি কৌশলও প্রণয়ন করা যেতে পারে।

জেন্ডার বা নারী-পুরুষের মিলিত অংশগ্রহণ বিবেচনায় আনা:

REDD+ কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজন হয় বিভিন্নমুখী তৎপরতা। এতে নারী, পুরুষ ও তরুণদের রয়েছে বিভিন্নমুখী ভূমিকা। বন সৃজন ও বন উজাড় বা অবক্ষয়ে নারী, পুরুষ ও তরুণদের রয়েছে নানা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রভাব। এজন্য প্রয়োজন তাদের বিভিন্নমুখী ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ। এসব নানান বিভিন্নমুখীতা বিবেচনায় এনে সঠিক কার্যক্রম, সুস্পষ্ট নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে REDD+ এর সকল পর্যায়ের কার্যক্রমে সাফল্যজনকভাবে কাজে লাগাতে হবে।

কানকুন উপাদানের সমন্বয় ও সঙ্গতি সাধন নিশ্চিত করা:

কানকুনে অনুষ্ঠিত CoP-16 তে REDD+ সম্পর্কিত অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ৪টি উপাদানের একটি হচ্ছে REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা। তবে REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকালীন অন্য তিনটি উপাদানের (চিত্র ১) প্রতিও নজর রাখতে যেন একটি উপাদানের সাথে অন্য উপাদানের সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধন নিশ্চিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি বিবেচনার সময় বনভূমি সৃজন ও বন উজাড় বা অবক্ষয়ের কারণসমূহ বিবেচনায় না আনলে একটি সার্থক REDD+ জাতীয় কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাবে না।

অপরদিকে সুরক্ষার সীমারেখা নির্ধারণের সময়ও বন সৃজন, বন উজাড় বা অবক্ষয়ের সম্ভাব্য কারণগুলো বিবেচনায় আনলে বাস্তবভিত্তিক REDD+ সুরক্ষায় নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সহজতর হবে।

তথ্যসূত্র:

- http://unfccc.int/land_use_and_climate_change/redd/items/7377.php
- https://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf, page – 12.
- http://theredddesk.org/encyclopaedia/phased-approach
- http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf
- http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
- http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
- http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#page=3
- http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=2
- http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf#page=2
- http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=3
- http://unfccc.int/land_use_and_climate_change/redd/items/8180.php
- http://redd.unfccc.int/fact-sheets/national-strategy.html
- http://redd.unfccc.int/fact-sheets.html

UN-REDD PROGRAMME

Food and Agriculture Organization of the United Nations | UNDP | UNEP

বন অধিদপ্তর
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

মতামত ও পরামর্শের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

UN-REDD বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি
রুম: ৫১৯, চতুর্থতলা, বন ভবন, প্লট: ই-৮, বি-২
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা, বাংলাদেশ
ইমেইল: pd-unredd@bforest.gov.bd
www.bforest.gov.bd